জিহাদ নিয়ে কিছু প্রশ্ন
ও তার উত্তর

ইলম ও জিহাদ

(দাওয়াহ ইলাল্লাহ ফোরাম)

জিহাদ নিয়ে কিছু প্রশ্ন ও তার উত্তর

লিখাঃ ইলম ও জিহাদ (দাওয়াহ ইলাল্লাহ ফোরাম)

প্রকাশনাঃ আবু আইমান আল হিন্দী (সালাবা)

জিহাদ নিয়ে কিছু প্রশ্ন

আসসালামু আলাইকুম।

ফিলিস্তিনে মুসলিম ভাইদের উপর অত্যাচার, কাশ্মীরে মুসলিম ভাইদের কতল এবং মুসলিম বোনদের সম্ভ্রমহানি, ভারতের মুসলিমদের উপর কষাই মোদির ব্যাপক নির্যাতন, ভারতের মা-বোনদের অবাধ ধর্ষণ, সিরিয়ায় মুসলিমদের উপর নির্যাতন, উইঘুরে নির্যাতন এবং সমস্ত মুসলিম উম্মাহর বর্তমান করুণ অবস্থা উপলব্ধি করে একজন মুসলিম যুবক হিসেবে জিহাদকে আমার উপর ফরজ দায়িত্ব হিসেবে মেনে নিয়ে আমি বেশ কিছুদিন ধরে জিহাদের প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করেছি! প্রথমেই আল্লাহর কাছে লাখ লাখ শুকরিয়া আমাকে জিহাদ নিয়ে উপলব্ধির সুযোগ দিয়েছেন।

দাওয়াহ ইলাল্লাহ ফোরামেও আমি সবেমাত্র যুক্ত হয়েছি। আমার বর্তমান মানসিক-শারীরিক অবস্থা এমন যে, আমাকে যদি এই মুহূর্তেই জিহাদের ডাক দেওয়া হয় (ইনশাআল্লাহ) আমি যেতে প্রস্তুত আছি।

পাশাপাশি, আমি আমার বাসায় বর্তমান মুসলিম বিশ্ব নিয়ে মা-বাবার সাথে আলোচনাও করি টুকটাক। গতকাল আমার বাবা ভারতের দার্জিলিং এ যেতে চাইলে আমি প্রথমে কিছু না বললেও কিছুক্ষণ পরে সিদ্ধান্ত নেই যে, কোনো তাগুত রাষ্ট্রে আমি যাবো না এবং আমার মা বাবাকে এটা বলি।

আমার মা এটাকে বেশ সহজভাবেই নিয়েছিলো। তবে আজকে কিছুক্ষণ আগেই, দুপুরের খাওয়া শেষে আমার মা আমাকে ডেকে বললেন যে- "দেখো বাবা। তুমি অনেক ইসলাম মানো এইটা ঠিক আছে। তবে ইসলামে কিন্তু জিহাদ নিয়ে বেশ

কিছু বিষয় আছে। এগুলাতে কখনো যাবা না। নামাজ পড়বা, রোজা রাখবা। এটাই যথেষ্ট।"

এই কথা শুনে আমার অস্থিরতা প্রকাশ করার মতো না। আমি আমার পুরা জীবন আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে কাটিয়ে দিতে পারবো এবং তাই চাই। কিন্তু আমার প্রথম বাঁধাই হচ্ছে আমার মা! সামনে ইনশাআল্লাহ কখনো জিহাদের ডাক আসলেও আমার প্রথম বাঁধা হবে আমার মা!

এরকম অস্থিতিশীল অবস্থায় দাওয়াহ ইলাল্লাহ ফোরামে প্রশ্ন না করে পারলাম না!

আমার প্রশ্ন হচ্ছে,

১. আমার এই চিন্তাধারা কিভাবে আমি আমার বাবা-মায়ের মধ্যেও সঞ্চালন করতে পারব?

২. কখনো জিহাদ এর সুযোগ পেলে যদি আমার পরিবার বাধা হয়ে দাঁড়ায় তাহলে আমার করণীয় কী?

প্রশ্নকারীঃ Ali Ibn Abi Talib

উত্তর

সঠিক পথ চিনার তাওফিক যেমন দিয়েছেন, আল্লাহ তাআলা ভাইকে সঠিক পথে অবিচল থাকারও তাওফিক দান করুন। আমীন।

জিহাদ বুঝে আসার পর প্রাথমিক দিনগুলো একটু নাজুক। এ সময় নিজেকে কন্ট্রোলে রাখা আবশ্যক। নইলে কোনো দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়া অস্বাভাবিক না। আল্লাহ তাআলা ভাইকে আবেগ ও জযবা নিয়ন্ত্রণের তাওফিক দান করুন। আমীন।

সব মুজাহিদ ভাইকে মনে রাখতে হবে, আপনি যেদিন থেকে জিহাদ বুঝেছেন, সেদিন থেকে আপনি একটি ঝুঁকিপূর্ণ পথে পা বাড়িয়েছেন। আল্লাহ তাআলা এ পথে পদে পদে আপনাকে সাহায্য করবেন। তবে প্রাথমিক দিনগুলোতে সব কিছু ঠিকঠাকমতো না বুঝে থাকার কারণে কিছুটা ঝামেলা বেঁধে যায়।

বর্তমান সমাজে জিহাদের পথে সবচে' বড় বাধা নিজ পরিবার। সব মারাহালা পার হওয়ার পর এ পরিবারের মারহালাটা সামলানো মুশকিল হয়। এক্ষেত্রে আপনাকে সবর ও হিকমাহ অবলম্বন করতে হবে।

প্রথমে মনে রাখতে হবে, আল্লাহ ও রাসূলের পর পিতামাতার হক সবচে' বেশি। কোনো অবস্থাতেই পিতা মাতার সাথে দুর্ব্যবহার বা কটু আচরণ করা যাবে না। পিতা মাতা দুর্ব্যবহার করলেও না। বিষয়টা বলা সহজ, কিন্তু আমলে আনা সহজ না। এক্ষেত্রে অনেকেই নিজেকে ধরে রাখতে পারেন না। ঝগড়া বাঁধিয়ে বসেন।

মুহতারাম ভাইয়েরা, আপনারা সচেতন মানুষ হওয়ার পরও জিহাদ বুঝেছেন কত

বছরের মাথায়? পিতামাতার বিষয়টাও এভাবেই চিন্তা করুন। প্রথম দিনেই কি তারা আপনাকে সঙ্গ দিতে পারবে?

আল্লাহ তাআলা যেন এ বিষয়টিই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন:

{كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ} [النساء: 94]

“তোমরাও তো পূর্বে এ রকমই ছিলে। অতঃপর আল্লাহ তাআলা তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করলেন।” –নিসা: ৯৪

কাজেই পিতা মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করুন। আপনার আচরণ ও খেদমত দিয়ে তাদের মুগ্ধ করুন। আপনি নিজেকে আস্তে আস্তে দ্বীনের উপর উঠান। সাথে সাথে পিতামাতাসহ পরিবারের অন্যদেরকেও উঠাতে চেষ্টা করুন।

মনে রাখতে হবে, জিহাদ দ্বীনের একটা বিধান। দ্বীনের আরও শত বিধান রয়েছে। সবগুলোই ফরয। সবগুলোই আজ অবহেলিত। সেগুলোও জিন্দা করার প্রয়াস চালান। ক্রমে ক্রমে সহীহ জিহাদের ধারণাটাও অন্তরে বসাতে চেষ্টা করুন। এ ক্রম রক্ষার কাজটা আমরা অনেকেই করতে পারি না। প্রথম দিনেই সব গিলিয়ে দিতে চাই। গিলতে না পারলেই এন্টি বানিয়ে ফেলি। এটি আসলে ফিতরত ও সুন্নাহর খেলাফ ত্বরিকা।

দ্বিতীয়ত: প্রথমদিকে জিহাদের যে তাসাব্বুর-ধারণাটা আমাদের থাকে: ‘কোথাও হিজরত করতে হবে কিংবা অন্তত সব ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে হবে’। জিহাদের এ ধারণার সাথে পরিবার নিশ্চিত আমার বাধা।

আসলে জিহাদের এ তাসাব্বুর সহীহ না। বর্তমান জিহাদের যে মারহালা চলছে, তাতে হিজরতও করতে হয় না, বাড়িঘরও ছাড়তে হয় না। যথাসম্ভব সব আপন জায়গায় ঠিক রেখেই কাজ করা যায় এবং করতে হয়। হ্যাঁ, হয়তো এক সময় একটা মারহালা আসবে, যখন হিজরত করতে হবে, কিংবা অবস্থান বদলাতে হবে। তখন পরিবার ম্যানেজ করার বিষয়টা ভাবতে হবে। এর আগ পর্যন্ত আপনি স্বাভাবিক কাজ করতে পারবেন। হয়তো একটু এদিক সেদিক ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কিছু কথা বলতে হবে। কিছু বিষয় এড়িয়ে যেতে হবে।

আসলে বর্তমানে জিহাদ মানেই অস্ত্র হাতে নেমে পড়া নয়। এর আগে জিহাদের অনেক কাজ। সেগুলো সম্পন্ন না হলে অস্ত্র ধরার মারহালায় পৌঁছা সম্ভব না। আমাদের দেশে মৌলিকভাবে এখন সে কাজগুলোই চলছে। অল্প কিছু ব্যতিক্রম বাদে এ মারহালার কাজের জন্য হিজরত করতে হয় না বা অবস্থান ছাড়তে হয় না।

যদি আপনি জিহাদের এ বাস্তবতা বুঝতে পারেন, তাহলে পরিবারের বিষয়টা আপনার কাছে খুব একটা জটিল হবে না ইনশাআল্লাহ।

উত্তর প্রদানঃ ইলম ও জিহাদ